Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

# বালা মুসিবতে ধৈর্যধারণ ও তার ফজিলত


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন আক্তার

রোলঃ 227020226


৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## বালা মুসিবতে ধৈর্যধারণ ও তার ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন আক্তার

রোলঃ 227020226

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বালা মুসিবতে ধৈর্যধারণ ও তার ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শারমিন আক্তার, আইডিঃ 227020226 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বালা মুসিবতে ধৈর্যধারণ ও তার ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

**শারমিন আক্তার**

আইডিঃ 227020226

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র

ভূমিকা ....................................................................................................1

বিপদ কেন আসে ..........................................................................................2

মুসিবত সম্পর্কে কুরআন কি বলেঃ .................................................................3

বিপদে রাসূলের অবস্থাঃ ...............................................................................4

মুসিবতে রাসূল সা.এর পরামর্শঃ ...................................................................7

বালা মুসিবতে মানুষের করণীয়ঃ ................................................................. 10

মুমিন যেভাবে ধৈর্য ধারন করবেঃ ............................................................... 13

কোরআনের বর্ণনায় চাকচিক্যময় পৃথিবীর স্বরূপঃ ............................................ 14

দুনিয়ার জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করা ..................................................................... 16

ধৈর্য ধারনে সহায়ক কাজ ............................................................................. 17

ধৈর্য ধারনের ফজিলত ................................................................................. 19

বিপদে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে দোয়াঃ ................................................................. 22

উপসংহার .................................................................................................. 24

# ভূমিকা

মানুষের বালা-মুসিবত, বিপদ-আপদ জীবনেরই অংশ । বিপদ এলে মুমিনের করণীয় হলো ধৈর্যধারণ করা । কারণ মুমিন ব্যক্তি যাবতীয় বিপদ-মুসিবত মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই এসেছে মনে করে ধৈর্যধারণ করে, হতাশায় ভোগে না কিংবা ভেঙে পড়ে না । ভেঙে পড়ে শয়তানকে হতাশা জাগানোর সুযোগ দেয় না ।

মুমিন ব্যক্তি বিশ্বাস করেন, এ পৃথিবী পরীক্ষাস্থল । আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করার জন্যই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন । আল্লাহতায়ালা মানুষকে বিপদ-আপদ, রোগ-শোক ও দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন । পরীক্ষার পর পরীক্ষার মাধ্যমে পরম সুখের জন্য তাকে তৈরি করেন । যেখানে কোনো মৃত্যু নেই, কোনো দুঃখ নেই, কষ্ট নেই। আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকেই পরীক্ষার মুখোমুখি করেন।

রাসুল (সা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই মহাবিপদের প্রতিদানও মহান । নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা কোনো কওমকে ভালোবাসলে তাদের পরীক্ষায় ফেলেন । যদি তারা সন্তুষ্ট থাকে, তবে তাদের জন্য সন্তষ্টিই রয়েছে । আর যদি তারা অসন্তুষ্ট হয়, তবে তাদের জন্য অসন্তুষ্টি রয়েছে (তিরমিজি) ।

মনের বেদনা, শরীরের অসুস্থতা, প্রিয়জনকে হারানো এবং সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি থেকে কোনো ব্যক্তিই নিরাপদ নয় । আর এর থেকে মুক্ত নয় সৎকর্মশীল ও অসৎকর্মশীল ব্যক্তি এবং মুমিন ও কাফির কেউই; কিন্তু মুমিন ব্যক্তি এই বিপদ-মুসিবতগুলোকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে; এমন চিত্ত যা তার চালিকা শক্তিকে আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করেছে । কারণ, সে নিশ্চিত জ্ঞানে জানে যে, সে যে বিপদে আক্রান্ত হয়েছে, তা তাকে ছেড়ে যেতো না, আর যে বিপদ তাকে পায় নি তা তার উপর আপতিত হবে না ।

# বিপদ কেন আসে

আল্লাহ বলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে (কাউকে) ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে, আর (কাউকে) ধনে–প্রাণে বা ফল–ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করবো । আর যারা ধৈর্য ধরে, তাদের তুমি সুখবর দাও । (তারাই ধৈর্যশীল) যারা তাদের ওপর কোনো বিপদ এলে বলে, [ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন] 'আমরা তো আল্লাহর আর নিশ্চিতভাবে আমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাব।' এসব লোকের প্রতি তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে আশীর্বাদ ও দয়া বর্ষিত হয়, আর এরাই সৎ পথপ্রাপ্ত । (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৫৫-১৫৭) এ তিনটি আয়াতে বিষয়টি সুস্পষ্ট। কারা ইন্না লিল্লাহ পড়বেন, কোনো পরিস্থিতিতে পড়বেন এবং পড়লে কী উপকার ।
মানুষ কঠিন বিপদে পড়ে অনেক সময় ধৈর্যশক্তি হারিয়ে ফেলে । অথচ আল্লাহ মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নানাভাবে পরীক্ষা করেন । আস্থা ও বিশ্বাসের স্তর অনুসারে মানুষ বিপদে পড়ে । ইরশাদ হয়েছে, 'মানুষ কি মনে করে যে আমরা ঈমান এনেছি বললেই তাদের পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেওয়া হবে ।
আমি তাদের আগে অনেককে পরীক্ষা করেছি, আল্লাহ জানাবেন কারা সত্য বলেছে এবং তিনি জানাবেন কারা মিথ্যাবাদী।' (সুরা : আনকাবুত, আয়াত : ৩)
আল্লাহর সবচেয়ে আস্থাভাজন হিসেবে নবী-রাসুলরা নানাভাবে পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন । ইরশাদ হয়েছে, 'আপনার আগে অনেক রাসুলকে মিথ্যারোপ করা হয়েছে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরও তারা ধৈর্য ধারণ করেছে, তাদের কষ্ট দেওয়া হয়েছে, অবশেষে তাদের কাছে আমার সাহায্য এসেছিল, আমার নির্দেশনার কোনো পরিবর্তনকারী নেই, আপনার কাছে রাসুলদের সংবাদ এসেছে ।' (সুরা : আনআম, আয়াত : ৩৪)

বিপদ-মুসিবতগুলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্টি ও ভালবাসার প্রমাণস্বরূপ; কারণ, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি তাকে বিপদ-মুসিবত দ্বারা পরীক্ষা করেন; আর যখনই ব্যক্তির ঈমান ও বিশ্বাস মজবুত ও শক্তিশালী হবে, তখনই তার পরীক্ষা কঠিন থেকে কঠিনতর হবে; সুতরাং এই অবস্থায় যে সন্তুষ্ট থাকবে, তারা জন্য রয়েছে (আল্লাহর) সন্তুষ্টি; আর যে অধৈর্য হবে, তার জন্য রয়েছে (আল্লাহর) অসন্তুষ্টি।

# মুসিবত সম্পর্কে কুরআন কি বলেঃ

আপনি কোরআনকে প্রশ্ন করুন, বিপদাপদ এলে আমার করণীয় কী? কোরআন বলবে, আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সালাতে দাঁড়িয়ে যান। ইরশাদ হয়েছে, ‘হে মুমিনরা! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করও, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৩)

ধন-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি, স্বজন হারানোর বেদনা বা যেকোনো বালা-মুসিবত—এগুলো তো মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মুমিনের জীবনের ঈমানি পরীক্ষার অংশবিশেষ।

এসব বিপদ আপদে বান্দা কি আল্লাহ তাআলাকে ভুলে যায় নাকি তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে; সেটাই তিনি দেখতে চান। যারা বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তারাই প্রকৃত সফলকাম এবং তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘এবং অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫)

# বিপদে রাসূলের অবস্থাঃ

উত্থান—পতন, বিপদ—মুসিবত মানব জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা। এ ক্ষেত্রে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.—এর দেখানো নীতি ও আদর্শই মুমিন জীবনের পথ ও পাথেয়। দিশেহারা, হতাশাগ্রস্ত বর্তমান মুসলিম উম্মাহর একমাত্র মুক্তির উপায় ও অবলম্বন। আল্লাহ বলেন— (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ — الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون) "আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন—সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে।

যারা তাদের উপর বিপদ এলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।" (সূরা বাকারা : ১৫৫—১৫৬)। সাফল্য ও বিজয় তাদের জন্য যারা, যারা বিপদ—মুসিবতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সর্বকালের, সর্বযুগের সকল মানুষই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং হতে থাকবেন। এমনকি প্রথম মানব ও প্রথম নবী আদম (আ) থেকে শুরু করে সকল নবী—রাসূল এবং তাঁদের অনুসারীরাও পার্থিব জীবনে পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। শেষ নবী মুহাম্মাদ সা.—এর জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়। আর সূরা আনকাবুতে আল্লাহ এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

(أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ — وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِين) "মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেয়া হবে? আর আমি অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; এবং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী ।" কুরআন, হাদিস, সিরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে নবীজীবনের অসংখ্য বিপদ—মুসিবতের ঘটনা বিবৃত হয়েছে ।

বিপদ মুসিবত রাসূল সা.—এর নীতি ও আদর্শ রাসূল সা. প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত শুরু করার পর নবুওয়াতি জীবনে শুরু হয় বিপদ-মুসিবত, চরম অনিশ্চয়তা ও দুঃখ-দুর্দশা। হিজরতের আগে ও পরে তাঁর উপর আপতিত এরূপ অসংখ্য ।

বিপদ—মুসবিতের কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো: রাসূল সা.—এর চলার পথে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ দেয়া ছাড়াও কটূক্তি করা, মিথ্যা অপবাদ দেয়া হতো। কাফের প্রতিবেশী নেতারা ও তাদের সঙ্গীরা রাসূল সা.—এর উপর নামাজরত অবস্থায় উটের নাড়ি—ভুঁড়ি ও মল—মূত্র নিক্ষেপ করত, রান্নাবান্না অবস্থায় পাতিলে আবর্জনাদি নিক্ষেপ করত।

মক্কার কাফেররা রাসূল সা.—এর উপর অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, বিরোধিতার সকল প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তাঁকে এবং বনু হাশিমের যারা তাঁকে সমর্থন করে সকলকে বহিষ্কার এবং বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে আবু তালিব এবং তার পরিবারবর্গ (মহানবী সা.সহ) শিয়াবে আবু তালিব নামে (আবু তালিবের উপত্যকায়) পরিচিত মক্কার নির্জন উপত্যকায় তিন বছর পর্যন্ত নিঃসঙ্গ জীবন যাপনে বাধ্য হন। এ সময় ক্ষুধার তাড়নায় আদরের শিশু—সন্তান ও মহিলাগণের হৃদয়বিদারক কান্না এতটাই প্রকট ছিল তা গিরি পর্বতের বাইরে থেকে শোনা যেতো ।

তায়েফের ময়দানে কাফের—মুশরিকরা দুষ্ট ছেলেদেরকে রাসূলের উপর লেলিয়ে দিলো। পথের দু'পাশে ভিড় করে তারা হাততালি দিলো, অশ্রাব্য—অশ্লীল কথাবার্তা বলে তাঁকে গাল মন্দ দিলো ও পাথর ছুড়ে আঘাত করার ফলে তার পায়ের গোড়ালিতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে এবং জুতার ভিতরে রক্ত জমে পা আটকে গেল।

মদিনায় হিজরতের পরেও রাসূলুল্লাহ সা.—এর উপর বিপদ—মুসিবত চলতেই থাকে। বদর, ওহুদ, আহযাব, হুদাইবিয়া, হুনাইন, খায়বর, তাবুক, বানু মুস্তালিক, মুতার, মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ ছাড়াও হামরাউল আসাদ, বানু কুরাইযা, বানু কাইনুকা, বানু নাযির অভিযান, রাযী, বীরে মাউনার ঘটনা ছাড়াও এরূপ অসংখ্য বিপদ মুসিবত ।

—কুরআনে আল্লাহ ধৈর্যকে সাফল্যের নিয়ামকরূপে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর এবং সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো, আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" বিপদে মুসিবতে রাসূল সা. সব সময় ছিলেন দৃঢ়চিত্ত ও ধৈর্যশীল। তিনি মক্কায় শিয়াবে আবু তালিবে বন্দী থেকেছেন, তায়েফে রক্তাক্ত হয়েছেন, ওহুদে দাঁত হারিয়েছেন, মদিনায় বদর, ওহুদ, খন্দক ও হুদাইবিয়া ছাড়াও সমগ্র নবুওয়াতি জীবনের সকল বিপদ মুসিবতে দেখিয়েছেন ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা। আম্মার রা. ও তার পিতা ইয়াসির রা. এবং মাতা সুমাইয়্যা রা.—এর উপর ইসলাম গ্রহণের কারণে নেমে আসে বিপদ—মুসিবতের খড়গহস্ত। আবু জেহেল আম্মার রা.—কে উত্তপ্ত কঙ্কর ও বালুতে শুইয়ে দিয়ে শাস্তি দিত। রাসূল সা. একদিন আম্মার রা.—এর শাস্তি দেখে বলেন, صَبْرًا آلَ يَاسِرٍ، مَوْعِدُكُمُ الْجَنَّةُ "হে ইয়াসিরের পরিবার ধৈর্য ধারণ করো, তোমাদের স্থান জান্নাতে।" বিপদে মুসিবতে শরিয়াতের সীমার মধ্যে থেকে অশ্রম্ন প্রবাহিত করা বিপদ—মুসিবতে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে চোখে অশ্রম্ন প্রবাহিত হওয়া স্বাভাবিক ।

রাসূল সা.—এর চারজন কন্যা ও তিনজন পুত্র সন্তান ছিলেন। ফাতিমা রা. বাদে বাকি সব সন্তান রাসূল সা.—এর জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেন। পুত্র ইবরাহিম যখন মৃত্যুবরণ করেন,

তখন রাসূলুল্লাহ সা. কান্নাকাটি করেন। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে চোখ কাঁদে আর হৃদয় হয় ব্যথিত। কিন্তু, আমরা কেবল তাই বলি যা আমাদের রব পছন্দ করেন।

নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল বিপদের সময় নামাজে দাঁড়ানো। সাহাবি হোজাইফা (রা.) বলেন, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন (সুনান আবু দাউদ ১৩১৯)। আমরা আল্লাহর নির্দেশ ও নবীজির অনুসরণ করে যে কোনো বিপদে ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারি ।

# মুসিবতে রাসূল সা.এর পরামর্শঃ

বিপদ মুসিবতে আল্লাহর রাসূল সা.-এর তিনটি উপদেশ- রাসূল সা: তাঁর উম্মতকে বিপদ থেকে বাঁচতে এই তিনটি উপদেশ দিয়েছিলেন । ইসলামের দেখানো পথেই মুক্তি (জাগতিক মুক্তি, পরকালীন মুক্তি) । রাসূল সা:-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বর্তমান কালটা চলছে ফেতনার । (বৃষ্টির ফোঁটার মতো ব্যাপক হারে ফেতনা দেখা দিচ্ছে) মানুষের জান-মাল কোনো কিছুই এখন নিরাপদ নয়। রাসূল সা:-এর ভাষ্য অনুযায়ী (তখন একজন মানুষ বিপদে পড়েও বুঝতে পারবে না, কিসের জন্য তার এই বিপদ) মানুষ মরবে কিন্তু হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি কেউ জানবে না কিসের জন্য তাকে মারা হচ্ছে । এই জামানায় নিজেকে রক্ষা করতে হলে ঈমানের দৃঢ়তা ও রাসূল সা:-এর সুন্নাহের কোনো বিকল্প নেই । আমরা অনেক কিছু থেকেই রক্ষা পেতে পারি নিম্নের বিষয়গুলোর ওপর আমল করা দ্বারা (আসুন জেনে নেই) । বিপদ থেকে বাঁচতে রাসূল সা:-এর প্রসিদ্ধ একজন সাহাবী উকবা ইবনে আমের রা: একদিন রাসূল সা:-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে, তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল সা: বিপদ-আপদ থেকে কিসের দ্বারা রক্ষা পেতে পারি? তখন রাসূল সা: বলেন তিনটি কাজ করলে বিপদ থেকে হেফাজতে থাকতে পারবে । এই তিনটি কাজ হচ্ছে—

১. অপ্রয়োজনীয় কাজ থেকে নিজেকে সংযত রাখা ।

২. ঘরে অবস্থান করে সময় পার করা, বাইরে বের না হওয়া এবং লোকদের বৈঠকে না বসা

৩. অতীতের অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং এর ক্ষমার জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে কান্নাকাটি করা।

(হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম তিরমিজি (রাহ:) উল্লিখিত হাদিসে বিপদ দ্বারা দুনিয়ার বিপদও হতে পারে আবার আখিরাতের বিপদও হতে পারে। তবে হাদিস বেত্তাদের ভাষ্য থেকে বোঝা যায়, এই তিনটি বিষয়ের ওপর আমল করলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে ।

রাসূল সা:-এর প্রথম উপদেশ হলো 'অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে নিজেকে সংযত রাখা' এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে' (সূরা মুমিনুন

আয়াত ৩) । অত্র আয়াত দ্বারা বোঝা যায় মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হলো- অনর্থক কথাবার্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখা । অনুরূপভাবে গান বাজনাও এর আওতায় পড়ে। (কুরতুবি) মোট কথা যেসব কথায় বা কাজে কোনো লাভ হয় না, যেগুলোর পরিণাম কল্যাণকর নয়, যেগুলোর আসলে কোনো প্রয়োজন নেই, যেগুলোর উদ্দেশ্যও ভালো নয়, সেগুলো সবই 'বাজে' কাজের অন্তর্ভুক্ত। যাতে কোনো দ্বীনি উপকার নেই বরং ক্ষতি বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব । রাসূল সা: বলেন- মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারে (তিরমিজি ২৩১৭, ২৩১৮ ইবনে মাজাহ ৩৯৭৬)।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'যখন এমন কোনো জায়গা দিয়ে তারা চলে যেখানে বাজে কথা হতে থাকে অথবা বাজে কাজের মহড়া চলে তখন তারা ভদ্রভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে চলে যায়' (সূরা আল ফোরকান ৭২)। অত্র আয়াত দ্বারা বোঝা যায়- মুমিনরা বাজে কথায় কান দেয় না। বাজে কাজের দিকে দৃষ্টি ফেরায় না। তারা এসব কাজ থেকে দূরে থাকে। বেহুদাপনা তার মেজাজের সাথে কোনো রকমেই খাপ খায় না। আজেবাজে গল্পগুজব তার স্বভাববিরুদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা যে জান্নাতের আশা দিয়ে থাকেন তার অন্যতম নিয়ামত হলো- 'সেখানে তুমি কোনো বাজে কথা শুনবে না' (সূরা মারইয়াম ৬২, ওয়াকিয়া ২৫, নাবা ৩৫)।

কথায় আছে-পা পিছলে যাওয়ার চেয়ে জবান পিছলে যাওয়ার বিপদ বেশি, কারণ পা পিছলে গেলে এর ব্যথা (নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ) কিন্তু অপ্রয়োজনীয় কথা এমন বিপদ ডেকে আনবে, যা শুধু তার শরীরের কিছু অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং পরিবার এবং ধনসম্পদও এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (এমনকি জীবন ঝুঁকিতে পড়তে পারে) এ বিষয়টি বোঝানোর জন্য কোনো দলিল প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজন নেই। সমাজে এর অসংখ্য ঘটনা খুঁজে পাওয়ার যাবে। তাই অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকা। কথা বলার আগে নিজের বিষয়গুলো ও অবস্থানের দিকে খেয়াল রেখে কথা বলা, নিজের জন্য অপকারী কথা না বলা। অনেক কথা আছে, যেগুলো বলা সবার মুখে মানায় না। যে কেউ এই কথা বললে, মানুষের কাছে ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। ওই কথাগুলো বলা থেকেও বিরত থাকা।

অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে নিজেকে বিরত রাখার জন্য ইসলাম মানুষকে অনেক নির্দেশনা দিয়েছে। যেমন এক হাদিসে রাসূল সা: বলেন, তোমরা জানো কোন কোন বিষয়ের কারণে মানুষ বেশি জান্নাতে যাবে? প্রশ্ন করে রাসূল সা: নিজেই উত্তর দিলেন এবং বলেন, 'আল্লাহ তায়ালার ভয় ও উত্তম চরিত্র', এরপর তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, তোমরা জানো কোন কোন বিষয়ের কারণে মানুষ বেশি জাহান্নামে যাবে? তখনো তিনি নিজেই এর উত্তর দিলেন যে, 'জবান ও লজ্জাস্থানের অপব্যবহারের কারণে' মানুষ বেশি জাহান্নামে যাবে। (আবু হুরায়রা এর

সূত্রে সুনানে তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে) অত্র হাদিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ জবান ও লজ্জাস্থানের বেশি অপব্যবহারের কারণে বেশি মানুষ জাহান্নামে যাবে। আর এই জবান ও লজ্জাস্থানের যে হেফাজত করবে স্বয়ং রাসূল সা: তার জান্নাতের জামিনদার হবেন। যারা এ দুটি হেফাজত করবে তারা জান্নাতে যাবে। আর যারা এই দুটির অপব্যবহার করবে তাদের জাহান্নামে যেতে হবে ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

« أَشَدُّ النَّاسِ بَلاءً الأَنْبِيَاءُ ، ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ » . ( رواه الترمذي و ابن ماجه ) .

“মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন মুসিবতের শিকার হয়েছেন নবীগণ; অতঃপর ক্রমানুসারে পরবর্তী ধাপের সৎব্যক্তিগণ, ব্যক্তি পরীক্ষা বা কষ্টের সম্মুখীন হবে তার দীনদারী অনুসারে; সুতরাং সে যদি তার দীনের ব্যাপারে দৃঢ়তার সাথে অটল থাকে, তাহলে তার বিপদ-আপদও কঠোর থেকে কঠোরতর হবে; আর যদি সে তার দীনের ব্যাপারে আপোষকামী হয়, তাহলে সে পরীক্ষা বা কষ্টের সম্মুখীন হবে তার দীনদারী অনুসারে; সুতরাং বান্দা বালা-মুসিবতে আক্রান্ত হতেই থাকবে যতক্ষণ না তা তাকে যমীনের উপরে গুনাহ বিহীন অবস্থায় চলাফেরা করাতে পারবে।”[1]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

« إِذَا ابْتَلَى اللَّهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ قَالَ اللَّهُ : اكْتُبْ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ ، فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ ، وَإِنْ قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ » . (رواه أحمد ) .

“যখন আল্লাহ তা‘আলা কোনো মুসলিম বান্দাকে তার শারীরিক দুঃখ-কষ্ট বা রোগ-ব্যাধির দ্বারা পরীক্ষা করেন, তখন আল্লাহ বলেন: তার সৎকাজগুলো লিখ, যে কাজগুলো সে (সুস্থ অবস্থায়) করত; অতঃপর তিনি যদি তাকে রোগমুক্ত করেন, তাহলে তিনি (রহমতের পানি দ্বারা) ধুয়ে মুছে তাকে পবিত্র করে দেন; আর যদি তাকে মৃত্যুর মাধ্যমে উঠিয়ে নেন, তাহলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তার প্রতি রহম করেন।”[2]

# বালা মুসিবতে মানুষের করণীয়ঃ

কখনো কখনো মানুষের ওপর বালা-মুসিবত ও বিপদ-আপদ তাদের পাপ বা অন্যায়ের কারণে এসে থাকে। এটা এ জন্য আসে যে, তারা যেন ভবিষ্যতে পাপ বা অন্যায় করা থেকে সতর্ক হয়ে যায়। সুতরাং বান্দার বিপদ-আপদ এক ধরনের রহমত।

আবার কখনো কখনো মানুষের ঈমানি পরীক্ষাস্বরূপ বালা-মুসিবত এসে থাকে। এতে ধৈর্যধারণে তাদের মর্যাদা বেড়ে যায়। এটাও আল্লাহ তাআলার রহমত।

তবে যখনই কোনো মানুষের বিপদ-আপদ আসবে তখনই মনে করতে হবে তা নিজের অন্যয়, ভুল বা পাপের কারণেই এসে থাকে। আর এ বিপদ-আপদের পরিপ্রেক্ষিতে বান্দাকে হতে হবে আল্লাহর প্রতি বিনয়ী। ক্ষমা চাইতে হবে দয়াময় আল্লাহর কাছে।

- বিপদ-আপদে বিচলিত না হয়ে এটাকে আল্লাহর রহমত মনে করা।
- এ বিপদ-মুসিবত নিজের পাপ ও অন্যায়ের কারণে ঘটেছে মনে করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা বিনয়ী হওয়া।
- মুসিবত থেকে আত্মরক্ষায় আল্লাহর কাছে অবনত মস্তকে ক্ষমা চাওয়া। আল্লাহর কাছে বিপদ চেয়ে নেয়া ঠিক নয়।
- বিপদ ও মুসিবতে সবর অবলম্বন করা। বেসবরি ও হা হুতাশ করা থেকেও বিরত থাকা।
- যে কোনো বিপদ-মুসিবতে সালাতুল হাজত' দু'রাকাআত নামাজ আদায় করে নেয়া। নামাজ পড়ে বিপদ আপদ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত।
- বিপদ-মুসিবতে বা কোনো জটিল সমস্যা দেখা দিলে বেশি বেশি আল্লাহর স্মরণ করা। কোনোভাবেই ইবাদত-বন্দেগি ও আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল না হওয়া।
- বিপদ ও মুসিবত যত ছোটই হোক বা যত বড়ই হোক সব সময় উল্লেখিত দোয়া পড়া। মনে রাখতে হবে যদি শরীরে একটি কাঁটাও বিধে তাহলেও এ দোয়া পড়া-

اِنَّالِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ - اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا-

উচ্চারণ : ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন; আল্লাহুম্মা আযিরনি ফি মুসিবাতি ওয়াখলুফলি খাইরাম মিনহা। (মুসলিম)

উল্লেখ্য যে, মানুষের কোনো কিছু হারিয়ে গেলে ৪১ বার ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়া অত্যন্ত ফলদায়ক ও পরীক্ষিত আমল।

তাই দুনিয়ার সব ধরনের বিপদ-আপন, বালা-মুসিবতে ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর জিকির-আজকার ও তার সাহায্য কামনা করা উচিত। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিখানো দোয়া পড়াও জরুরি ।

**ধৈর্য বা সবর এর পরিচয়ঃ**

কুরআন মাজীদে صبر শব্দটি বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল অর্থ হল, নিজেকে সংকট, অপছন্দনীয় অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সুনিয়ন্ত্রিত রাখা, হক ও নীতির ওপর অটল অবিচল রাখা। যদিও সবজায়গায় আভিধানিক অর্থের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। আল্লামা রাগেব আস্ফাহানী রাহ. (মৃত্যু : ৫০২ হি.) তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন'-এ صبر -এর অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন–

والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنه.

বিবেক-বুদ্ধি ও শরীয়ত যা করতে দাবি জানায়, নিজেকে তাতে নিয়োজিত করা আর যা থেকে দূরে থাকার দাবি জানায়, তা থেকে নিজেকে দূরে রাখা । আলমুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ২৭৩

আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدًا مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

"আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং ব্যাপকতর দান কাউকে দেননি।" (সুনান আবু দাঊদ, অনুচ্ছেদ: নিষ্কলুষ থাকা। সহীহ)

সবরের প্রকারভেদ: সবর তিন প্রকার:

১) আল্লাহর আদেশের উপর সবর করা।

২) আল্লাহর নিষেধের উপর সবর করা।

৩) বিপদাপদে সবর করা।

নিচে صبر শব্দটির শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলিক কিছু ব্যবহার তুলে ধরা হলো ।

**এক.** বিপদাপদে নিজেকে স্থির রাখা ও আল্লাহ তাআলার ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ।

যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ،الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবÑ (কখনো) কিছুটা ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনো) ক্ষুধা দ্বারা এবং (কখনো) জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। সুসংবাদ শোনাও তাদেরকে, যারা (এরূপ অবস্থায়) সবরের পরিচয় দেয়। যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা

দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। সূরা বাকারা (২) : ১৫৫-১৫৬

**দুই.** প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে গোনাহ ও অন্যায় থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী ও দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান পালনে সদা তৎপর থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনÑ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

হে মু্মিনগণ! সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। সূরা আলে ইমরান (৩) : ২০০

এখানে সবর শব্দটি অনেক ব্যাপক। এর অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যথা আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অবিচলতা প্রদর্শন করা, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মনের ইচ্ছা ও চাহিদাকে দমন করা এবং কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা। এখানে এই তিন প্রকার সবরই উদ্দেশ্য হতে পারে। (তাওযীহুল কুরআন, পৃ. ১৮৫)

**তিন.** জিহাদের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ لَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

তারা যখন জালূত ও তার সৈন্যদের মুখোমুখি হল তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে সবর দান কর এবং আমাদেরকে অবিচল-পদ রাখ। এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান কর। Ñসূরা বাকারা (২) : ২৫০

**চার.** যালেম ও অত্যাচারীদের যুলুম নির্যাতন সহ্য করা।

وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰي مَا كُذِّبُوْا وَ اُوْذُوْا حَتّٰي اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا وَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللهِ وَ لَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِي الْمُرْسَلِيْنَ.

বস্তুত তোমাদের পূর্বে বহু রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে যে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে এবং কষ্ট দেওয়া হয়েছে তাতে তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল; যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছেছে। এমন কেউ নেই, যে আল্লাহর কথা পরিবর্তন করতে পারে। (পূর্ববর্তী) রাসূলগণের কিছু ঘটনা তোমার কাছে তো পৌঁছেছেই। সূরা আনআম (৭) : ৩৪

এখানে শারীরিক ও মানসিক দুই ধরনের কষ্টই উদ্দেশ্য হতে পারে।

# মুমিন যেভাবে ধৈর্য ধারন করবেঃ

আমরা সাধারণত বিপদ-আপদ ও বালা-মুসিবতে বিচলিত না হওয়াকেই ধৈর্য বলে মনে করি। মূলত ধৈর্য অনেক ব্যাপক অর্থ ধারণ করে ।

ধৈর্য সৌভাগ্যের প্রতীক। ধৈর্যহীন ব্যক্তি আলোহীন মশালের মতো। ধৈর্য জন্মগত কিংবা পৈতৃকসূত্রে পাওয়া কোনো কিছু নয়। কেউ যদি নিজেকে ধৈর্যশীল বান্দা হিসেবে গড়ে তুলতে চায় তাহলে তার জন্য সম্ভব।

কারণ ধৈর্য এমন ফুল, যা সব জায়গায় সুবাস ছড়ায়। আল্লাহ তাআলা কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় ধৈর্যশীলদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ করো।

নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।' (সুরা আনফাল, আয়াত : ৪৬)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আমরা তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদের।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫)

তবে বিপদে আল্লাহর ওপর ভরসা হারালে তা নিছক বিপদই থাকে, বা আরো বড় বিপদের দিকে নিয়ে যেতে পারে। সুহায়ব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, মুমিনের অবস্থা বিস্ময়কর। সমস্ত কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্য কেউ এ বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না।তারা সুখ-শান্তি লাভ করলে শোকরগুজার করে আর অসচ্ছলতা বা দুঃখ-মুসিবতে আক্রান্ত হলে ধৈর্য ধরে, প্রত্যেকটাই তার জন্য কল্যাণকর। (মুসলিম, হাদিস : ৭৩৯০)

সব ক্ষেত্রে বিপদে পড়ার মানে এই নয় যে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিটি আল্লাহর অপ্রিয়। আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের আরো বেশি পরীক্ষা করেন। তাদের পুরস্কার যেমন বড়, বিপদও তেমন বড় । এটা নবীজি (সা.)-এরই বাণী।

## কোরআনের বর্ণনায় চাকচিক্যময় পৃথিবীর স্বরূপঃ

আমরা দুনিয়ার চাকচিক্যের মোহে পরকাল ভুলে যাই, অথচ পরকালে আসন্ন বিপদের কাছে দুনিয়ার বিপদ কিছুই না । নিম্নে পৃথিবীর স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে এমন কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো ।

- **১. মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে :** মানুষ পার্থিব জীবনে নিজেকে স্বাধীন ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। অথচ পৃথিবীর কোনো কিছুতেই তার নিয়ন্ত্রণ নেই। নিয়ন্ত্রণ কেবল মহান আল্লাহর। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘বস্তুত পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত এরূপ : যেমন আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি যদ্দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়, যা থেকে মানুষ ও জীব-জন্তু আহার করে থাকে।

অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয়। তার অধিকারীরা মনে করে তা তাদের আয়ত্তাধীন, তখন দিনে বা রাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে ও আমি তা এমনভাবে নির্মূল করে দিই, যেন গতকালও তার অস্তিত্ব ছিল না। এভাবেই আমি নিদর্শনাবলি বিশদভাবে বিবৃত করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।’ (সুরা ইউনুস, আয়াত : ২৪)

- **২. ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী :** মানুষের পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী, যা দ্রুত ফুরিয়ে যায়। বিপরীতে পরকালীন জীবন অনন্ত ও স্থায়ী। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তাদের কাছে পেশ কোরো উপমা পার্থিব জীবনের : তা পানির মতো, যা আমি বর্ষণ করি আকাশ থেকে। যদ্দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়। অতঃপর তা শুকিয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।’ (সুরা কাহফ, আয়াত : ৪৫)

- **৩. ক্রীড়া-কৌতুক মাত্র :** স্থায়িত্ব, পরিণাম ও মূল্যের বিবেচনায় পৃথিবী ক্রীড়া-কৌতুক মাত্র, বেলা ফুরানোর পর যার কথা কেউ মনে রাখে না। মহান আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা জেনে রাখো, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক শ্লাঘা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়। তার উপমা বৃষ্টি, যদ্দ্বারা উৎপন্ন শস্যসম্ভার কৃষকদের চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার সামগ্রী ছাড়া কিছুই নয়।’ (সুরা হাদিদ, আয়াত : ২০)

- **৪. জীবন-জীবিকা আল্লাহ নির্ধারণ করেন :** পৃথিবীতে মানুষের জীবন-জীবিকার সীমারেখা মহান আল্লাহ নির্ধারণ করেন। মানুষ কখনোই সে সীমার বাইরে যেতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন। কিন্তু তারা পার্থিব জীবনে উল্লসিত, অথচ দুনিয়ার জীবন আখিরাতের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগ মাত্র।' (সুরা রা'দ, আয়াত : ২৬)

- **৫. পার্থিব জীবন পরীক্ষাস্বরূপ :** আল্লাহ পার্থিব জীবনকে মুমিনের জন্য পরীক্ষার জায়গা বানিয়েছেন। তিনি তাদের ভোগ-বিলাস, বিপদ ও সম্পদহানির মাধ্যমে পরীক্ষা করে থাকেন। আল্লাহ বলেন, 'পৃথিবীর ওপর যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে তার শোভা করেছি, মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কাজে কে শ্রেষ্ঠ। তার ওপর যা কিছু আছে তা অবশ্যই আমি উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত করব।' (সুরা কাহফ, আয়াত : ৭-৮)

- **৬. পার্থিব জীবন প্রতারণা মাত্র :** পার্থিব জীবন মানুষকে নানাভাবে প্রতারিত করে। তাই আল্লাহ দুনিয়ার ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যারা তাদের দ্বিনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে তুমি তাদের সংগ বর্জন কোরো।' (সুরা আনআম, আয়াত : ৭০)

- **৭. আপনরাও আপন নয় :** পার্থিব জীবনে যাদেরকে মানুষ আপন মনে করে, তারা অনেক ক্ষেত্রেই আপন নয়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা! তোমারে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু; অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। ...তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা বিশেষ; আর আল্লাহ, তাঁর কাছেই আছে মহাপুরস্কার।' (সুরা তাগাবুন, আয়াত : ১৪-১৫)

# দুনিয়ার জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করা

দুনিয়াবি জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করতে পারলে দুনিয়াবি বিপদআপদে ধৈর্যধারণ বা সবর করা অনেকটা সহজ হয়ে যায় । এ সম্পর্কে মুমিনের করনীয় হলো—

- **১. উপেক্ষা করা :** আল্লাহ মুমিনদের পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাস ও সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘তুমি তোমার চোখ দুটি কখনো প্রসারিত কোরো না তার প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি, তদ্দ্বারা তাদের পরীক্ষা করার জন্য। তোমার প্রতিপালকের দেওয়া জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।’ (সুরা তাহা, আয়াত : ১৩১)

- **২. পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করা :** আল্লাহ পার্থিব জীবনের উপায়-উপকরণকে পরকালের পাথেয় সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তদ্দ্বারা আখেরাতের আবাস অনুসন্ধান কোরো এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলো না; তুমি অনুগ্রহ কোরো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না।’ (সুরা কাসাস, আয়াত : ৭৭)

- **৩. কল্যাণ কামনা করা :** মুমিন পার্থিব জীবনে কল্যাণের সঙ্গে জীবনযাপনের দোয়া করবে। কেননা আল্লাহ সেসব মানুষের প্রশংসা করেছেন যারা বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও। আমাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা কোরো।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ২০১)

- **৪. পরকালকে অগ্রাধিকার দেওয়া :** মুমিন পার্থিব জীবনে পরকালকে অগ্রাধিকার দেবে। কেননা যারা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয় আল্লাহ তাদের নিন্দা করে বলেছেন, ‘কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ পরকালই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী।’ (সুরা আলা, আয়াত : ১৬-১৭)

# ধৈর্য ধারনে সহায়ক কাজ

বিপদে ধৈর্য ধারণের ফজিলত বর্ণনা করে আল্লাহ রাসুল (সা.) বলেন, কোন মুসলমান যখন বিপদে পড়ে, তখন সে যদি আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন' বলে এবং বলে, 'হে আল্লাহ! আমাকে বিপদে ধৈর্য ধারণের সাওয়াব দান করুন এবং এর চেয়ে উত্তম বদলা দিন' তবে আল্লাহ তাকে উত্তম বদলা দিয়ে ধন্য করবেন। (সহিহ মুসলিম) আরেকটি হাদিসে মুমিনের জন্য সুখ-সাচ্ছন্দ্য ও বিপদ-মসিবত উভয়ই কল্যাণকর উল্লেখ করে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, ঈমানদারের ব্যাপারটা আশ্চর্যের; ঈমানদারের সব অবস্থাই কল্যাণকর আর এটা শুধু মুমিনদেরই বৈশিষ্ট্য। সুখ-সাচ্ছন্দ্যের সময় মুমিন শোকর করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর। কোনো বিপদ এলে মুমিন ধৈর্য ধরে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর। (সহিহ মুসলিম)

এই ৪টি কাজ বিপদে ধৈর্য ধরতে সহায়ক

- **১. ইন্নালিল্লাহ পাঠ করাঃ**

যে কোনো বিপদ-আপদে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ুন এবং এর বক্তব্য মনে প্রাণে বিশ্বাস করুন যে আমরা আল্লাহর বান্দা এবং তার কাছেই ফিরে যাবো। তাই আমাদের কর্তব্য তার সব সিদ্ধান্ত মাথা পেতে নেওয়া। দুনিয়ার জীবনের সব বিপদ-মসিবতের প্রতিদান তিনি এ জীবনে বা পরকালে অবশ্যই দেবেন। আল্লাহ বলেন, ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও; যারা কোনো বিপদে পড়লে বলে ওঠে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' অর্থাৎ আমরা সবাই আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে। (সুরা বাকারা: ১৫৫-১৫৬)

- **২. তকদিরের ওপর ঈমান দৃঢ় করাঃ**

দুনিয়ার সব কিছুই আল্লাহর নির্ধারণ অনুযায়ী হয়। তিনি সৃষ্টি করার সময়ই সব কিছুর ভাগ্যও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুল (সা.) বলেন, যদি সবাই তোমার কোনো উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অন্যদিকে সবাই যদি তোমার কোনো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু ক্ষতি করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজও শুকিয়ে গেছে। (সুনানে তিরমিজি)

- **৩. বিপদ অনেক সময় রহমত হয়ে আসেঃ**

আমাদের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যা আপাতদৃষ্টিতে মসিবত মনে হলেও আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রেখে দেন। ছোট বিপদ অনেক সময় বড় বিপদ ঠেকিয়ে দেয়। আল্লাহ চাইলে আরও কত খারাপ কিছু হতে পারতো, তা চিন্তা করে এটা ভাবুন যে, হতে পারে এই ছোট বিপদটি দিয়ে আল্লাহ আপনার জীবন থেকে অনেক বড় কোনো বিপদ দূর করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। (সুরা বাকারা: ২১৬)

- **৪. দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী নিবাসঃ**

এ কথা চিন্তা করুন যে দুনিয়ার জীবন একেবারেই ক্ষণস্থায়ী । এ জীবনের লাভ বা ক্ষতিও ক্ষণস্থায়ী । দুনিয়ার বিপদ-মসিবতে ধৈর্য ধারণ করতে পারলে পরকালে আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান পাওয়া যাবে এবং তা নিশ্চই দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধির চেয়ে অনেক উত্তম হবে । আল্লাহ বলেন, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা । আর স্থায়ী সৎকাজ তোমার রবের নিকট প্রতিদানে উত্তম এবং প্রত্যাশাতেও উত্তম । (সুরা ফুরকান: ৪২)

# ধৈর্য ধারনের ফজিলত

ধৈর্যশীলতা অর্জন করা যত কঠিন, এর পুরস্কারও তত বড় । মানুষের জীবনে প্রতিকূল পরিস্থিতি আসাটা স্বাভাবিক । যারা তখন আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ তাদের অগণিত পুরস্কারে পুরস্কৃত করার ঘোষণা দিয়েছেন । পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'বলো! হে আমার মুমিন বান্দারা, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো । যারা এ দুনিয়ায় ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহর জমিন প্রশস্ত, কেবল ধৈর্যশীলদেরই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই।' (সুরা : আজ-জুমার, আয়াত : ১০)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ ধৈর্যশীলদের জান্নাত উপহার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিজিক প্রদান করেছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভালো কাজের মাধ্যমে মন্দকে দূর করে, তাদের জন্যই রয়েছে আখিরাতের শুভ পরিণাম। স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যাতে তারা এবং তাদের পিতৃপুরুষগণ, তাদের স্ত্রীগণ ও তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা সৎ ছিল তারা প্রবেশ করবে। আর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের কাছে প্রবেশ করবে। (আর বলবে) 'শান্তি তোমাদের ওপর। কারণ তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ, আর আখিরাতের এ পরিণাম কতই না উত্তম।' (সুরা : রাদ, আয়াত : ২২-২৪)

দুনিয়াতে মানুষের বিপদাপদ আসা স্বাভাবিক। কিন্তু পরম করুণাময় এর বিনিময়েও মুমিন বান্দাদের গুনাহ মাফ করে দেন। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে কষ্ট-ক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে ফোটে, এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। (বুখারি, হাদিস : ৫৬৪১)

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যখন কোনো মুমিন বিপদগ্রস্ত হয় আল্লাহ তার বিনিময়ে তার পাপ মোচন করেন, যদি না সে অভিযোগ-অনুযোগ করে বেড়ায়।' (সহিহ বোখারি, হাদিস : ৫৬৪০)

আলোচ্য হাদিসে মুমিন বান্দাদের বিপদগ্রস্ত হলে ধৈর্যধারণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে তার পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে । কোনো মুমিন বিপদগ্রস্ত হওয়ার পর মানুষের কাছে

অভিযোগ-অনুযোগ এবং ভাগ্যকে দোষারোপ না করে ধৈর্যধারণ করলে বিনিময়ে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করেন ।

এ ছাড়া ধৈর্যধারণের আরো অনেক পুরস্কারের ঘোষণা কোরআন ও হাদিসে এসেছে। নিম্নে কোরআনে বর্ণিত আটটি আসমানি পুরস্কারের বর্ণনা দেওয়া হলো :

- **১. আল্লাহকে কাছে পাওয়া যায় :** ধৈর্যধারণকারীর সঙ্গে আল্লাহ থাকেন। ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীদের সঙ্গে আছেন।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ৫৩)

- **২. আল্লাহর ভালোবাসা লাভ :** যারা বিপদে ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'এবং আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীকে ভালোবাসেন।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৪৬)

- **৩. ধৈর্যধারণকারীর জন্য অপেক্ষা করে সুসংবাদ :** যেমন কোরআনে বলা হয়েছে, 'এবং আপনি ধৈর্যধারণকারীদের সুসংবাদ দিন।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৫৫)

- **৪. ধৈর্যশীলদের জন্য উত্তম প্রতিদান :** আল্লাহ ধৈর্যের পুরস্কার ঘোষণা করে বলেছেন, 'এবং যারা ধৈর্যধারণ করবে আমি অবশ্যই তাদেরকে তারা যে কাজ করে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেব।' (সুরা : নাহল, আয়াত : ৯৬)

- **৫. ধৈর্যশীলদের আল্লাহ সাহায্য করেন :** পবিত্র কোরআনে ধৈর্যশীলদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে, 'হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহকে ভয় করো, তবে তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের ওপর আক্রমণ করলে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১২৫)

- **৬. ধৈর্যশীলদের প্রতি ফেরেশতাদের সালাম :** ধৈর্যশীল বান্দা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, জান্নাতের ফেরেশতারা তাদের প্রতি সালাম পাঠ করবে। আল্লাহ বলেন, ‘এবং ফেরেশতারা প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হবে এবং বলবে তোমরা ধৈর্যধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; কতই না ভালো পরিণাম (তোমাদের)।’ (সুরা : ইনসান, আয়াত : ১২)

- **৭. আল্লাহ তাদের রক্ষক হয়ে যান :** আল্লাহ নিজেই ধৈর্যশীলদের রক্ষা করেন। ইরশাদ হয়েছে, ‘যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহকে ভয় করো তবে তাদের কোনো কৌশল তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।’ (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১২০)

- **৮. নেতৃত্ব লাভ :** শায়খ ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, ‘ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে ধর্মীয় নেতৃত্ব অর্জিত হয়।

অতঃপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন, ‘আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলিতে দৃঢ় বিশ্বাসী।’ (মাদারিজুস সালিকিন : ২/১৫৪; সুরা : সিজদা, আয়াত : ২৪)

আল্লাহ ইবনে রজব (রহ.) বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা কোরআনে নবী-রাসুলদের বিপদগ্রস্ত হওয়ার এবং তা থেকে রক্ষা পাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যেন পরবর্তী সময় মুমিনরা বিপদে আল্লাহর ওপর আস্থা রাখে। তাঁর সাহায্যের জন্য দোয়া প্রার্থনা করে এবং বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে। আল্লাহ যেমনটি অঙ্গীকার করেছেন। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ অচিরেই কাঠিন্যের পর সহজতা দান করবেন।’ (সুরা : আত-তালাক, আয়াত : ৭)

# বিপদে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে দোয়াঃ

দোয়া একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। যে কোনো সময় যে কোনো দোয়া পড়া যায়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রসুল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দোয়া শিখিয়েছেন। এমনকি ছোট থেকে ছোট বিষয়েরও দোয়া শিখিয়েছেন।
বিপদে-আপদে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মুমিনকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছেন। বলা হয়েছে, ‘হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (সুরা বাকারাহ, আয়াত, ১৫৩)

বিপদে-আপদে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মুমিনকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছেন। বলা হয়েছে, ‘হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (সুরা বাকারাহ, আয়াত, ১৫৩)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ মুমিনদের উদ্দেশে আরও বলেছেন, ‘সুতরাং কষ্টের সঙ্গেই তো স্বস্তি আছে, নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গেই স্বস্তি আছে।’ ( সুরা আল-ইনশিরাহ, আয়াত, ৫-৬)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল (সা.) সকাল-সন্ধ্যার কখনো নিম্নোক্ত এসব দোয়া পড়া বাদ দিতেন না।

اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي
واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال
من تحتي

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফিয়াতা ফি দ্বীনি ওয়া দুনইয়া-য়া, ওয়া আহলি ওয়ামালি; আল্লাহুম্মাসতুর আওরাতি, ওয়ামিন রাওআতি; আল্লাহুম্মাহফাজনি মিন বাইনি ইয়াদাইয়া ওয়া মিন খালফি, ওয়ান ইয়ামিনি ওয়ান শিমালি ওয়া মিন ফাওকি; ওয়া আউজুবিকা বিআজমাতিকা আন আগতালা মিন তাহতি।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আমার দ্বীন-দুনিয়া, পরিবার ও ধন-সম্পদের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আল্লাহ! আমার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখুন, আমার সৌন্দর্যগুলো নিরাপদ রাখুন। হে আল্লাহ আমাকে আমার সামনে-পেছনে, আমার ডানে-বামে ও ওপরের দিক থেকে রক্ষা করুন। আমি আপনার কাছে আপনার মহত্ত্বের অসিলায়— আমার নিচ

দিকে গুম হয়ে যাওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (নাসায়ি, হাদিস : ৫৫৩০; আবু দাউদ, হাদিস : ৫০৭৪; ইবনু মাজাহ, হাদিস : ৩৮৭১)

সব ধরণের বিপদ থেকে মুক্তি পেতে সহজ আরো কিছু দোয়া রয়েছে

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر ٌ
উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইয়ুহয়ি ওয়া ইয়ামুতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই, সার্বভৌমত্ব তারই, সব প্রশংসা তারই জন্য, তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন আর তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। -সুনানে তিরমিজি

রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক দিন সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে এই দোয়াটি পাঠ করলে কোনো কিছুই কারো ক্ষতি করতে পারবে না: বিসমিল্লাহিল্লাজি লা ইয়াদুররু মায়াসমিহি শাইয়ুন ফিল আরদি, ওয়ালা ফিস-সামায়ি ওয়া হুয়াস সামিউল আলিম।’

অর্থ: ‘আল্লাহর নামের বরকতে আসমান ও জমিনের কোনো কিছুই কোনো ক্ষতি করতে পারে না, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (তিরমিজি ও আবু দাউদ)

# উপসংহার

কোরআন-হাদিসে ধৈর্যধারণকে সওয়াবের কাজ কলে অভিহিত করা হয়েছে। তাই মানুষের উচিৎ বালা-মুসিবতের সময় ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেনঃ 'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-সঙ্কোচ নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোনো পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। -সূরা হজ্জ ।

'বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করা খুবই কঠিন। কিন্তু এর শেষ পরিণাম খুবই সুমধুর।' কেননা ধৈর্যধারণ করাটা তার নিকট খুবই কঠিন তবুও সে ধৈর্যধারণ সবর করে। বিপদের সময় আল্লাহর প্রশংসা করা। কারণ তিনি ভালো করেই জানেন যে, এ সব বিপদাপদ গোনাহ মোচন এবং সওয়াব বৃদ্ধির কারণ হতে পারে।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে চরম বিপদ ও মুসিবতে ধৈর্যধারণ করার তাওফিক দান করুন। প্রিয়নবির শেখানো দোয়ার মাধ্যমে নিজের জন্য এবং অপরের জন্য দোয়া করার তাওফিক দান করুন। বিপদকালীন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ লাভের তাওফিক দান করুন। আমিন।